গিরিরাজ গোবর্দ্ধন

(১)

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরমভক্ত সাক্ষাৎ হরিপ্রিয়। ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হন। ভূতলে ও স্বর্গে তাঁহার সমান তীর্থ নাই কারণ ইনি শ্রীহরি স্বরূপ। শ্রীভগবান গোলোকে সমস্ত নিজলোক সৃষ্টি করিলে পরে পরিপূর্ণদেব পরম পরেশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত তথায় বিরাজমান হইলেন। একদা সেথায় রাসমণ্ডলে নূপুরের শব্দ ও উজ্জ্বল কান্তি প্রস্ফুরিত হইল। সেই রাস-অঙ্গন মধ্যে সুন্দর ছত্রাকার মুক্তাফলের মালা হইতে অমৃতের বড় বড় বিন্দু পতিত হইল এবং মনোজ্ঞ মালতী লতাজাল হইতে অমৃতবিন্দু ঝরিয়া মধুগন্ধে অঙ্গন আমোদিত হইল, তাল-লয়--যুক্ত মৃদঙ্গ ও বেণু বাদ্যের সহিত সুকন্ঠ গীতে সে স্থান অত্যন্ত মনোহর হইয়া উঠিল। তারপর সেই সুন্দরীগণের রাসরস-মনোহর রাসমণ্ডল মধ্যে কোটি কন্দর্পমোহন কৃষ্ণ অবস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরাধা রসদানে নিজপতিকে উর্জ্জিত বাক্যে কটাক্ষ করিয়া হৃদয়-বিগলিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা বলিলেন — ‘‘হে জগৎপতে, যদি আমার প্রেমে আপনি রাসে প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি আপনাকে আমার আকাঙ্ক্ষিত একটি প্রার্থনা করি।’’ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— ‘‘হে প্রিয়ে, তোমার যাহা মনোবাসনা তাহা প্রকাশ কর। যাহা আমার অদেয় বস্তু, প্রেমে আমি তাহাও প্রদান করিব।’’ শ্রীরাধা বলিলেন— ‘‘হে দেবদেব! যমুনাতটে বৃন্দাবনের দিব্যনিকুঞ্জ পার্শ্বে রাসরসের যোগ্য মনোজ্ঞ নির্জন স্থান নির্দ্দিষ্ট করুন, ইহাই আমার মনোরথ।’’ তখন শ্রীভগবান ‘তাহাই হউক’ বলিয়া উপযুক্ত নির্জন স্থান চিন্তন করিতে করিতে কমল নয়নদ্বারা নিজ হৃদয় দর্শন করিলেন। সেইক্ষণেই তখনই গোপীগণের সমক্ষে কৃষ্ণের হৃদয় হইতে যেন অনুরাগের অঙ্কুর স্বরূপ সজল তেজ নির্গত হইল। ওই তেজ রাস ভূমিতে পতিত হইয়া পর্বতাকারে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। মনের মতন নির্ঝরযুক্ত গুহাবৃত দিব্য রত্নধাতুময় ওই পর্বত বসন্ত ঋতু সমাগমে তখন কদম্ব, বকুল ও অশোক লতাজালে মনোহর মন্দার ও কুন্দবৃন্দে সমৃদ্ধ এবং অপূর্ব বিহগগণে সমাকুল হইল। ক্ষণকাল মধ্যে ওই পর্বত লক্ষযোজন বিস্তৃত, শেষনাগের মত শতকোটি যোজন দীর্ঘ, উর্দ্ধে পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তৃত হইয়া হস্তীরাজের ন্যায় অবস্থিত হইল। ইহার পর কোটি যোজন দীর্ঘাঙ্গ তদীয় শত শত শৃঙ্গ স্ফুরিত হইয়া উন্নত স্বর্ণকুম্ভশোভিত প্রাসাদের ন্যায় প্রতিভাত হইল। এই পর্বতকে গোবর্দ্ধন বলা হয়। ‘গো’ অর্থে বিশ্ব, ‘বর্দ্ধন’ অর্থে বর্দ্ধিত হওয়া বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হওয়ায় ইহা অনন্তের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। গিরিরাজ প্রকটিত হইয়া বিশ্বের মত বিরাট পরিধিতে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন বলিয়া ‘গোবর্দ্ধন’ নামরূপ ধারণ করিলেন। কেহ কেহ ইহাকে শতশৃঙ্গও কহিয়া থাকেন। এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও গোবর্দ্ধন মনের উৎসাহে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন ভয়-বিহ্বল গোলোকে এক কোলাহল উত্থিত হইল। অনন্তর তদ্দর্শনে স্বয়ং হরি আপন হস্ত দ্বারা তাঁহাকে সত্বর তাড়না করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— ‘‘ওহে! কেন এইরূপ ভীষণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া লোকসকল আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করিতেছ, এই সকল লোক কি এখানে বাস করিবে না?’’—শ্রীভগবান কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া তাহার শান্তি বিধান করিলেন। ভগবৎ প্রিয়া রাধা তখন গোবর্দ্ধন দর্শনে অতি সুপ্রসন্না হইয়া সেই নির্জন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাজ করিতে লাগিলেন। সর্বতীর্থময় ঘনশ্যাম শ্যামসুন্দর দেহ এই গিরিবর গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়াছেন।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শাল্মলীদ্বীপ মধ্যে দ্রোণ পর্বতের পত্নীতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য তাঁহাকে ভারতের ব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন। এই দ্রোণাত্মজ পূর্বে যেরূপ সোৎসাহে বর্দ্ধিত হইতে উৎসুক হইয়াছিলেন, তাহাতে পৃথ্বী প্রায় তিরোহিত হইবার উপক্রম হইত, তাই শ্রীকৃষ্ণ ইহা চিন্তা করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য দ্বারা ইহার ক্ষয়ের জন্য শাপ প্রদান করাইয়াছিলেন।

(গর্গসংহিতা হইতে সংগৃহীত)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া

দীক্ষার তাৎপর্য্য শুধু মন্ত্রলাভ নয়। কারণ, মন্ত্র যে কোন স্থান হতেই লাভ করা যেতে পারে। দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মলাভ।

—শ্রীশ্রীললিতা সখী